



60296 - পরীক্ষার কারণে রমজানরে রোজা না-রাখা

প্রশ্ন

যখন আমি ইউনভার্সিটিতে পড়ি, রমজানরে রোজা রেখে পড়াশুনা করতে পারতাম না। সে জন্য দুই রমজানরে কিছু রোজা আমি রাখিনি। এখন আমার উপর কিশু কাযা ওয়াজবি; নাকিশু কাফফারা ওয়াজবি? নাকিকাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রমজান মাসে রোজা পালন ইসলামের অন্যতম একটি ভিত্তি। যে ভিত্তিগুলোর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনেউমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

“ইসলাম পাঁচটি রোকনের উপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামাযকায়মে করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জআদায় করা এবং রমজান মাসে রোজা পালন করা।”

সুতরাং যে ব্যক্তি রোজা ত্যাগ করলে ইসলামের একটি রোকন ত্যাগ করল এবং কবরী গুনাতলেপিত হল। বরঞ্চ সলফে সালহে নিদের কড়ে কড়ে এ ধরণে ব্যক্তিকে কাফরি ও মুরতাদ মনে করতেন। আমরা এ ধরনের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইমাম যাহাবী তার ‘আল-কাবায়েরে’ গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) বলছেন:

“মুনিদের মাঝে স্বীকৃত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ বা কারণ ছাড়া রমজান মাসে রোজা ত্যাগ করলে ব্যক্তি যিনি কারী ও মদ্যপ মাতালরে চয়ে নকিষ্ট। বরং তাঁরা তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার মাঝে ইসলাম দ্রোহিতা ও বমুখতার ধারণা করেন।” সমাপ্ত

দুই:



পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখার ব্যাপারে শাইখ বনি বাযরাহমিহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন: “একজন মুকাল্লাফ (শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়যে নয়। কারণ এটি শরয়িত অনুমোদিত ওজর নয়। বরং তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি। দনিরে বলোয় পড়াশোনা করাতার জন্য কষ্টকর হলে সে রাতেরে বলোয় পড়াশুনা করতে পারে। আর পরীক্ষা-নয়িন্তরণ কর্তৃপক্ষেরে উচতি ছাত্রদেরে প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং রমজান মাসেরে পরবর্তিতে অন্য সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এর ফলে দুইটি সুবধির মধ্যে সমন্বয় করা যায়। ছাত্রদেরে সিয়াম পালন ও পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য অবসর সময় পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহহি হাদিসে এসছে তিনি বলেন:

اللهم منوليمناً مراً متيشياً أفرق بهم فارقبه، ومنوليمناً مراً متيشياً أفسق عليهم فاشقق عليه (أخرجهم مسلم في صحيحه)

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতেরে যে কোন পর্যায়ে কর্তৃত্ব লাভ করে তাদরে সাথে কোমল হয় আপনও তার প্রতিকে কোমল হন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতেরে কর্তৃত্ব পয়ে তাদরে সাথে কঠোর হয় আপনও তার সাথে কঠোর হন।” [সহহি মুসলিম]

তাই পরীক্ষা নয়িন্তরণ-কর্তৃপক্ষেরে প্রতি আমার উপদেশ হল- তাঁরা যনে ছাত্রছাত্রীদেরে প্রতি সহমর্মী হন। রমজান মাসে পরীক্ষা না দিয়ে রমজানেরে আগবে বা পরে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে সবার জন্য তাওফিক প্রার্থনা করি।” সমাপ্ত [ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে বায (৪/২২৩)] ‘ফতোয়া বমিয়ক স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমর রমজান মাসে একটানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা পরীক্ষা দবি। মাঝে ৪৫ মিনিটেরে বিরতি আছে। একই পরীক্ষায় আমি গত বছরও অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু সিয়াম পালনের কারণে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারিনি। তাই পরীক্ষার দনি ক আমার রোজা না-রাখা জায়যে হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন:

“উল্লেখিত কারণে রোজা না-রাখা জায়যে নয়; বরং তা হারাম। কারণ রমজানে রোজা না-রাখার বৈধ ওজরেরে মধ্যে এটি পড়ে না।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়া লাজনা দদায়মি (ফতোয়া বমিয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র (১০/২৪০))]

তনি:

না-রাখা রোজাগুলো কাযা করার ব্যাপারে বস্তিতারতি ব্যাখ্যা প্রয়োজন:

আপনি যদি এই ভাবে রোজা না-রখে থাকনে যে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়যে, তবে আপনার উপর শুধু কাযা করা

ওয়াজবি। আপনার যহেতে ভুল ধারণা ছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি হারামে লিপ্ত হননি তাই আপনার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য। আর আপনি যদি তা হারাম জনে রোজা না-রাখেন তবে আপনার উপর অনুতপ্ত হওয়া, তওবা করা এবং পাপ কাজে পুনরায় ফিরে না আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ওয়াজবি। কাযা করার ক্ষেত্রে যদি আপনি রোজা শুরু করে দিনের বেলায় রোজা ভেঙে ফেলেন তাহলে আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে। আর যদি আপনি শিরু থেকেই রোজা না-রখে থাকেন তাহলে আপনার উপর কোন কাযা নাই। এর জন্য আল্লাহ চাহতে ‘সত্যকার তওবা’ (তওবায়ে নাসুহ)-ই যথেষ্ট। আপনার উচিতি বেশি বিশেষীভাল কাজ করা, নফল রোজা রাখা; যাতে করে ছুটে যাওয়া ফরজ ইবাদতের ঘাটত পূরণ করে নতি পান।

শাইখ ইবন উয়েইমীন রাহিমাহুল্লাহকে রমজানে দিনের বেলায় বনি ওজর পানাহারের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন:

রমজানে দিনের বেলায় বনি ওজর পানাহার করা মারাত্মক কবরি গুনাহ। এতে করে ব্যক্তি ফাসকে হয়ে যায়। তার উপর ওয়াজবি হচ্ছে- আল্লাহর কাছ তওবা করা এবং রোজা না-রাখা দিনগুলোর কাযা রোজা পালন করা। অর্থাৎ সে যদি রোজা শুরু করে বনি ওজর দিনের বেলায় রোজা ভেঙে ফেলে তাহলে তার গুনাহ হবে এবং তাকে সে দিনের রোজা কাযা করতে হবে। কারণ সে রোজাটি শুরু করেছে, স্টেট তার উপর অনবির্য় হয়েছে এবং সে ফরজ জনে সে আমলটি শুরু করেছে। তাই মান্নতের ন্যায় এর কাযা করা তার উপর আবশ্যিক। আর যদি শিরু থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বনি ওজর রোজা ত্যাগ করতে হবে অগ্রগণ্য মত হল তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কারণ কাযা করলেও স্টেট তার কোন কাজে আসবে না। যহেতে তাকবুল হবে না।

শরয়ি কায়দো হল: নরিদ্ষিট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত কোন ইবাদত যখন বনি ওজর সে নরিদ্ষিট সময়ে আদায় করা হয় না স্টো আর কবুল করা হয় না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

“যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনে নাই তা প্রত্যাখ্যাত।” [সহি বুখারী (২০৩৫), সহি মুসলিম (১৭১৮)]

তাছাড়া এটি আল্লাহর নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন। আল্লাহ তাআলার নরিধারতি সীমানা লঙ্ঘন করা জুলুম বা অন্যায়। জালমি আমল কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলছেন:

(وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

“যারা আল্লাহর (নরিধারতি) সীমারখো লঙ্ঘন করতারা জালমি (অবচারী)।” [২ আল-বাক্বারাহ: ২২৯]

এছাড়া সে ব্যক্তি যদি এই ইবাদতটি নরিদ্ষিট সময়ের আগপোলন করত তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হত না, অনুরূপভাবে কোন ওজর ছাড়া সে যদি নরিদ্ষিট সময়ের পরে তা আদায় করতে বসে স্টোও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। সমাপ্ত



[মাজমূফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

চার:

কাযা পালনে এই কয়কে বছর দরৌ করার কারণে আপনার উপর তওবা করা আবশ্যক। যবে ব্যক্তিউপর রমজানরে কাযা রোজা রয়ছেপেরবর্তী রমজান আসার আগে তাপালন করে নয়ো ওয়াজবি। যদি সে এর চয়ে বশেদিরৌ করতেবে সে গুনাহগার হবে। এই বলিম্ব করার কারণে তার উপর কাফফারা (প্রতদিনেরেপরবিত্তএকজনমসিকীনখাওয়ানো) ওয়াজবি হবে কনি-এ ব্যাপারে আলমেদরে মাঝে মতভদে রয়ছে। নরিবাচতি মত হল-তার উপর কাফফারা আদায় ওয়াজবি হবে না। তবে সাবধানতাবশতঃ আপনি যদি কাফফারা আদায় করেনে তবে তা ভাল। আরও জানতে দেখুন (26865)নং প্রশ্নরে উত্তর।

জবাবরে সারাংশ হল:

আপনি যদি পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়যে মনে করে রোজা না-রখে থাকনেঅথবা রোজা শুরু করে দনি ভেঙে ফেলেনে তাহলে আপনাকে কাযা পালন করতে হবে; কাফফারা আদায় করতে হবে না। আমরা দোয়া করছিযাতে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেনে।

আল্লাহই ভাল জানেন।